দৈনিক বাংলা

তারিখ ...10 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১ ......

যশোর-বোর্ড কেলেংকারি ঃ তদন্ত শুরু

এসএসসি ঃ আরো এক হাজার ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বাতিল

যশোর ব্যুরো ঃ ৯ মার্চ।— শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব যশোর শিক্ষা বোর্ডের, রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি তদন্ত শুরু করেছেন। আরও এক হাজার ভুয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। তদন্তে প্রকাশ পাচ্ছে তড়িঘড়ি করে নিয়ম-নীতি না মেনে যে শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সেখানেই ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি।

যুগ্মসচিব গিয়াসউদ্দিন বৃহস্পতিবার দিনভর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বলেন। তিনি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্রও পরীক্ষা করেন। সূত্র জানায়, তিনি বহু অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছেন। তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আরও এক হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করায় এ পর্যন্ত চার হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার আবেদন বাতিল করা হল।

একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এবারই যেহেতু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা প্রদানের সর্বশেষ সুযোগ, সেজন্য শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ চক্রটি খুব পরিকল্পিতভাবে রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি ঘটায়। গত বছরের মার্চ থেকে এ বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড ১শ' ২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। এর অধিকাংশই প্রদান করা হয়েছে বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি এবং বোর্ড কমিটির অনুমোদন ছাড়াই। এমনকি বিদ্যালয় সরেজমিন তদন্ত ছাড়াই রিপোর্ট দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময়সীমা অতিক্রমের পর অনুমোদন পাওয়া এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন পাবার কথা নয়। বিশেষ অনুমোদন হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হলেও কিভাবে এসব

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

আরো এক হাজার ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বাতিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ের নামে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হল, তা বিস্ময়ের ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে এসব বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ও অষ্টম শ্রেণীতে যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার আবেদন করেছে। উল্লেখ্য, সাধারণতঃ ড্রপ আউটের কারণে নিম্নতর শ্রেণীর তুলনায় উচ্চতর শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী হ্রাস পায়। আরও দেখা যাচ্ছে একটি বিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালের রেজিস্টারে নবম শ্রেণীর যে ছাত্রছাত্রীর তালিকা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছে। প্রশ্ন হল বাড়তি ছাত্রছাত্রী এল কোথা থেকে? বর্তমানে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের সিপাহী পদে চাকরির জন্য স্কুল থেকে যে সার্টিফিকেট দেয়া হয়, তাতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। একটি চক্র ছাত্র নয়, এ ধরনের চাকরি প্রার্থী বহু ছাত্রছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী এমন স্কুলের নামে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে যে সেই স্কুলের শিক্ষকরাই জানেন না এর কিছুই।

অভিযোগ ঃ রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি প্রকাশ হবার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্তে অবহেলা দেখিয়েছেন। যেমন ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীদের পাঠানো ৪০ হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফট শিক্ষা বোর্ড বাতিল করে। কিন্তু তখন তদন্ত করে দেখা হয়নি এগুলি কোথা থেকে এসেছে। গুরুতর অভিযোগ হল ঃ গত এক সপ্তাহের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথিপত্র আটক করা হয়নি। ফলে, এ সময়কালে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অনেক নথি গায়েব করা হয়েছে। একটি সূত্র জানায় ঃ দু'একদিনের মধ্যে কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও কয়েকটি স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এদিকে এখনও পর্যন্ত ৪শ' ৫০টি স্কুলের পক্ষ থেকে বিবরণী বা প্রিন্ট আউট শিক্ষা বোর্ডে জমা পড়েনি। ১৫ ফেব্রুয়ারী এই প্রিন্ট আউট বুয়েটে কম্পিউটার প্রসেসের জন্য পাঠানোর কথা ছিল। পরে তার সময়সীমা বৃদ্ধি করে ২৩ ফেব্রুয়ারী ও সর্বশেষ ৫ মার্চ করা হয়েছে। ২৫ মার্চের মধ্যে তা বুয়েটে না পাঠান হলে অন্য তিনটি বোর্ডের সাথে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রেও অভিযোগ উঠেছে যে, বার বার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের সুযোগ দেয়ার জন্য। যদিও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করেছে।